শান্তিমূলক শিক্ষার অর্থ(Meaning of Peace Education)

শান্তি শব্দটি একটি বিশ্বজনিক শব্দ। শান্তি শিক্ষাও অনুরূপ ধরনের একটি শব্দ। প্রতিটি ব্যক্তির শারিরীক ও মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষায় শান্তি শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সকল মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই মূল্যটিকে অনুসরণ করা উচিৎ।

শান্তি শিক্ষার ধারণা পেতে গেলে প্রথমে শান্তি কাকে বলে তা আমাদের জানা প্রয়োজন। শান্তি বলতে, 'মানুষ তার প্রকৃতি, সঙ্গীসাথি, সহযোগী এবং সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যবিধান করাকে বোঝায়'।

বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে ভয় ও হিংসা থেকে মুক্তি দিলে তবেই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। সদর্থক ও নঞর্থক অর্থে 'শান্তি' কথাটির অর্থ ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। সদর্থক অর্থে 'শান্তি' বলতে প্রশান্তি বা নৈশব্দ্য নীরবতাকে বোঝায়। আর নঞর্থক অর্থে 'শান্তি' বলতে বোঝায় যুদ্ধ, হিংসা প্রভৃতির অনুপস্থিতি।

এই শান্তি সম্পর্কিত শিক্ষা প্রথম শুরু হয় শিশুর পরিবার থেকে। পিতামাতা শিশুর মনে এই ধারণা জন্মাবেন। স্কুলেও শিশু এই শিক্ষা লাভ করবে। এই শিক্ষাই যাবতীয় শিক্ষার মূল লক্ষ্য। এই শিক্ষা হল সেই শিক্ষা যে শিক্ষা সমাজে নিরন্তর ঘটে চলা যাবতীয় অন্যায়-অবিচার, হিংসা, দ্বন্দ্ব ও মানবিাধকার লঙ্ঘন প্রভৃতি নিরসনের পরিকল্পিত পদ্ধতি। যথোপযুক্ত শিক্ষা ও শিক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে এই শিক্ষা শিশুদের দান করতে হবে যাতে করে তারা সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ও সমাজের যাবতীয় অন্যায়-অবিচার, হিংসা, দ্বন্দ্ব ইত্যাদির সার্বিক নিরসনে গঠন মূলক ভূমিকা পালন করবে। শান্তিশিক্ষা একটি গঠনমূলক সৃষ্টিশীল চিন্তা পদ্ধতি যা শিশুর শারিরীক ও বৌদ্ধিক চিন্তার মধ্যে একটি শান্তির বাতাবরণ তৈরী করবে।

শান্তিমূলক শিক্ষার লক্ষ্য (Aims of Peace Education)

সামগ্রিকভাবে শান্তিমূলক শিক্ষার লক্ষ্য হল শান্তিপূর্ণ বিশ্ব প্রতিষ্ঠা করা। আর তার জন্য যে কাজগুলি করতে হবে তাই এককথায় শান্তিমূলক শিক্ষার লক্ষ্য। এই কাজগুলি নিম্নে একে একে আলোচনা করলাম।

১) শিশু এবং যুব সম্প্রদায়ের জন্য এমন এক পৃথিবী তৈরী করতে হবে, যা শিশুদের বসবাসের উপযোগী পৃথিবী হবে এবং সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় থাকবে।

২) শিশুদের ও পরবর্তী প্রজন্মের জন্য এমন একটি পৃথিবী গঠন করতে হবে যেখানে শিশুদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত থাকবে।

৩) একটি শান্তির সভ্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য পৃথিবীর সকল জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে।

৪) শিশুদের মনে অহিংসামূলক শিক্ষা যা ন্যয়ত ভবিষ্যতের ভিত্তি তা জানাবার আগ্রহ জাগাতে হবে।

৫) একটি সুন্দর শেখার পরিবেশ তৈরী করতে হবে।

৬) নিজের দেশ ও প্রতিবেশী দেশের মধ্যে অশান্তির পরিবেশ কি কি কারণে তৈরী হয়, সে ব্যাপারে শিশুদের সচেতন করতে হবে।

৭) শান্তিমূলক শিক্ষা আমাদের এমন শিক্ষা দেবে যাতে করে আমরা একটি শান্তিপূর্ণ পৃথিবী গড়ে তুলতে পারি।

৮) যারা হিংসা করে এবং সেই হিংসার স্বীকার যারা প্রত্যেককে বুঝতে হবে হিংসার প্রকৃতি, উৎস ও ফলাফল।

৯) বিভিন্ন দ্বন্দ্ব ও হিংসার কারণ অনুসন্ধান করতে হবে এবং যে আর্থ-সামাজিক কারণে এই হিংসা ঘটে থাকে তা শিশুদেরকে জানাতে হবে।

১০) প্রত্যেক শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তিরা এই শিক্ষার মাধ্যমে তাদের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব দেখা দিলে তার শান্তিপূর্ণ সমাধান করবে।

১১) সভ্যতার আদিতে এই হিংসা ও দ্বন্দ্ব আমাদের প্রকৃতিতে ছিল না, এটি মানুষকে বোঝাতে হবে। প্রতিটি দ্বন্দ্বের সহজ ও শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্ভব, এটি বিভিন্ন উদাহরণের সাহায্যে শিশুদের জানাতে হবে।

১২) শিশুদের উৎসাহিত করতে হবে যাবতীয় হিংসা নিরসনে শান্তিপূর্ণ উপায় অবলম্বন করা।

১৩) প্রত্যেক প্রজন্ম এমন এক সমাজ তৈরী করবে যাতে শান্তির বাতাবরণ তৈরী হয় এবং হিংসা দূরীকরণের সংস্কৃতি তৈরী হয়।

শান্তিমূলক শিক্ষার উদ্দেশ্য (Objectives of Peace Education)

১) শান্তিমূলক শিক্ষা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ব্যবস্থা করে।

২) শান্তির বাতাবরণ তৈরী করে।

৩) শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মাধ্যমে যাতে একে অপরে অস্তিত্বশীল থাকে তার শিক্ষা দিয়ে থাকে।

৪) নিজের এলাকার মধ্যে বিপদহীন ভয়হীন বসবাসের শিক্ষা দেয়।

৫) বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও একই সমাজে বসবাস করে পরস্পরের বিপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার শিক্ষা দেয়।

৬) দলমত নির্বিশেষে শিক্ষার্থীরা যাতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে পারে তার শিক্ষা দেয়।

৭) একে অপরের অধিকারকে যে সম্মান জানাতে হয় - এই বোধ জাগ্রত করে।

৮) শিক্ষার্থীদের মধ্যে উদার ও উচ্চ মানসিকতা, স্থিতধী, একতা, সহযোগিতা স্বার্থহীনতা প্রভৃতি সৎ গুণগুলি গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

৯) অপরের অধিকারকে সম্মান জানালে যে শান্তপূর্ণভাবে বসবাস করা যায়, সেই শিক্ষা দান করে।

১০) একে অপরকে বোঝবার ক্ষমতা অর্জন করতে সাহায্য করে।

১১) সহ-অবস্থানের ফলে একে অপরের থেকে যে শিক্ষা লাভ করা যায় সেই বোধ জাগ্রত করে।

১২) তারা যে আনন্দের ও ভালোবাসা সহিত বসবাস করে সেই বোধ জাগ্রত করে।

১৩) শিক্ষার্থীদের স্থৈর্য, শান্তি ও সহযোগিতা যা শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়ে তুলতে সাহায্য করবে তা জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করবে।

১৪) শিক্ষার্থীরা যাতে আনন্দের সঙ্গে বসবাস করে, কোন দ্বন্দ্ব ও স্বর্থহীনতা যাতে তাদের মধ্যে বৃদ্ধি না পায় তা নিশ্চিত করে এই শিক্ষা।

১৫) সমাজের দ্বন্দ্ব নিরসন করতে সাহায্য করে।

১৬) শিক্ষার্থীদের শান্তির ধরণা ও পদ্ধতি জানাতে সাহায্য করে।

১৭) বন্ধুদের সঙ্গে যে আনন্দের সঙ্গে বসবাস করা যায় সেই শিক্ষাও দান করে।

১৮) শান্তি শিক্ষা শিক্ষার্থীদের মূর্ত থেকে বিমূর্ত শিক্ষা লাভে সাহায্য করে।

১৯) শিক্ষার্থীদের জীবনের শান্তিপূর্ণ উপায়গুলি অনুসন্ধান করতে শেখায়।

২০) শিক্ষার্থীদের মধ্যে শান্তি বিধানে ও শান্তির সন্ধানে এই শিক্ষা বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

২১) শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকাটা যে অত্যন্ত জরুরী, সেই শিক্ষা দান করে।

২২) সহযোগিতা ও একতা বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করে।

শান্তিমূলক শিক্ষার লক্ষণ (Definition of Peace Education)

শান্তিমূলক শিক্ষা শিক্ষার্থীদের সাহায্য করে সেই পদ্ধতি ও দক্ষতাগুলি আয়ত্ত করতে যা বর্তমান বিশ্বে একান্ত প্রয়োজন, তা হল সহনশীলতা ও শুভ ইচ্ছা। শান্তিমূলক শিক্ষা একসঙ্গে বহন করে বহুমুখী চিরাচরিত শিক্ষা প্রণালী, শিক্ষণতত্ত্ব এবং আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ যা এই শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের উন্নয়নের অগ্রগতির ধারাকে অব্যাহত রাখে।

শান্তিমূলক শিক্ষাচর্চা একাধারে যেমন শিক্ষার্থী এবং যুব সম্প্রদায়কে সার্বিক বিকাশের পথে নিয়ে যায়, তেমনি অন্যদিকে ব্যক্তি ও সামাজিক দায়িত্ব বোধেরও উন্নতি ঘটায়। শান্তিমূলক শিক্ষা হল একটি কৌশলগত পদ্ধতি যা অবিচার, অসাম্য, মানবাধিকার, হিংসা প্রভৃতির জন্য যে দ্বন্দ্ব ও হিংসা তা নিরসন করে এবং ঐ হিংসা ও দ্বন্দ্ব নিরসনের একটি প্রায়োগিক দিক যার যথাযথ পঠনপাঠন বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও প্রসারে সাহায্য করবে। তাই যাবতীয় শিক্ষার মূল লক্ষ্য হল শান্তি মূলক শিক্ষা।

বিভিন্ন দৃষ্টভঙ্গি ও দৃষ্টিকোণ থেকে শান্তিমূলক শিক্ষার ভালো রকম লক্ষণ পাওয়া যায় যা বিভিন্ন প্রোথিতযশা শিক্ষবিদ্‌দের দ্বারা প্রদত্ত। নিম্নে এরকম কয়েকজন শিক্ষাবিদের দেওয়া লক্ষণ দেওয়া হল ঃ

১) শান্তিমূলক শিক্ষা শিক্ষার্থীকে হিংসার চর্চা থেকে শান্তির চর্চা করতে মানসিকতার পরিবর্তনে পদ্ধতিগতভাবে সাহায্য করে। বলেছেন শিক্ষাবিদ্ ফ্রেইরে (Freire)।

২) শান্তিমূলক শিক্ষা চেষ্টা করে আন্তজার্তিক, জাতীয়, স্থানীয় ও ব্যক্তিগত স্তরে দ্বন্দ্ব ও হিংসা নিরসনে। এটি ভবিষ্যতের জন্য একটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য ও সঠিক প্রয়াস। বলেছেন - লেইনিং আর. ডি. (Laing R.D.)।

৩) এ প্রসঙ্গে জন ডিউই (John Dewey) বলেন, শান্তিমূলক শিক্ষা সাহায্য করে সক্রিয় নাগরিক হতে, শিক্ষার্থীকে অধ্যবসায়ী করে গণতান্ত্রিক কার্যে অংশগ্রহণ করতে যেখানে শিক্ষার্থী সমস্যা বুঝতে ও সমস্যার সমাধান করতে পারে এই শিক্ষার মাধ্যমে ও শিক্ষার্থীকে অঙ্গীকারবদ্ধ করে আমাদের সমাজের জন্য স্বচ্ছভাবে কাজ করতে।

৪) শান্তিমূলক শিক্ষা একটি পবিত্র শব্দ। ইহা শারিরীক, মানসিক, বৌদ্ধিক ও সামাজিক শক্তি বৃদ্ধিতে কাজে লাগে। শিশুদের চিরাচরিত মানবিক মূল্যবোধ গভীরভাবে বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এই শিক্ষা দাঁড়িয়ে আছে একটি দার্শনিক ভিত্তির ওপর যা শিক্ষা দেয় ভালোবাসা, করুণা, আস্থা, স্বচ্ছতা, সহযোগিতা এবং গভীর শ্রদ্ধাবোধের আমাদের এই সুন্দর গ্রহের পরিবার ও সামাজিক জীবনে। বলেছেন (Fran Schmidt & Alice Friedman)।

৫) শান্তিমূলক শিক্ষা শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। ইহা শিশুদের সৃষ্টশীল ও অধ্বংসাত্মক পথে দ্বন্দ্বের নিরসন ও জীবনে ছন্দ আনতে চেষ্টা করে তা নিজের কিংবা অপরের কিংবা বিশ্বেরও হতে পারে। বলেছেন (Fran Schmidt & Alice Friedman)।

৬) শান্তিমূলক শিক্ষার প্রথম কাজ হল মানসিকতার পরিবর্তন ঘটানো। অধিকার সমূহের চর্চাবিষয়ক, নিরস্ত্রীকরণ ও শান্তি চর্চার উৎকর্ষ বৃদ্ধিতেই শিক্ষা আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটায়। বলেছেন শিক্ষাবিদ্ সলোমন (Salomon)।

৭) ওশিতা (Oshita) বিশ্বাস করেন, শান্তিমূলক শিক্ষার লক্ষ্য কেবল শান্তি প্রতিষ্ঠা নয়, শান্তি নামক বিষয়টিকে হৃদয়ঙ্গম করা।

৮) একজন আমেরিকান শান্তি শিক্ষাবিদ্ বেট্টি রিয়েরডন (Betty Reardon) এই প্রসঙ্গে বলেন, শান্তিমূলক শিক্ষা শিক্ষার্থীকে শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রস্তুতির শিক্ষা দেয়।

৯) কিউসামবিং (Quisumbing) বলেন, শান্তিমূলক শিক্ষা একটি পবিত্র শিক্ষা যা পুরো শরীর, আত্মা, মন হৃদয় ও ইচ্ছার মধ্যে পবিত্রতা আনতে সাহায্য করে।

১০) এই প্রসঙ্গে মাইকেল ওয়েসেল (Michael Wessells) বলেন, শান্তিমূলক শিক্ষা ব্যপক অর্থে শান্তি চর্চার ভিত্তিপ্রস্তর।

১১) শান্তিমূলক শিক্ষা - শিক্ষা, দক্ষতা, মানসিকতা, মূল্য ও চাহিদা প্রভৃতির ক্ষেত্রে অগ্রগতির পদ্ধতি যা শিশু, যুবক ও বয়স্কদের দ্বন্দ্ব ও হিংসার নিরসনে স্পষ্ট ও গঠনগতভাবে শান্তিপূর্ণ সমাধান করতে এবং ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, জাতিতে জাতিতে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে। ইউনিসেফ (UNICEF)।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ